দৈনিক ইত্তেফাক ১৩

তারিখ 10 OCT 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

পরীক্ষকের গাফলতি

১১ মাসেও ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ খাতা নিরীক্ষণ ও নম্বরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের কালক্ষেপণের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সনাতন অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার ৯ টি বিষয়ের ফলাফল ১১ মাস অতিবাহিত হইলেও প্রকাশিত হয় নাই। ফলে প্রদানকারী হাজার হাজার ছাত্র-

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এগার মাসেও

(শেষ পৃঃ পর)

ছাত্রীর ভবিষ্যৎ প্রশ্নে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে।

অপরদিকে কর্তৃপক্ষ ফলাফল প্রকাশ ছাড়াই পরবর্তী ব্যাচের সনাতন অনার্স পরীক্ষা আগামী ২৫শে অক্টোবর এবং ২০শে নভেম্বর মাস্টার্স পরীক্ষা শুরু করার সময়সূচী ঘোষণা করিয়াছে। ফলে পূর্ব ব্যাচের ফলাফলে যাহারা অকৃতকার্য হইবে তাহাদের পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এক বছর অপেক্ষা করিতে হইবে। ফলাফল অপ্রকাশিত ৯টি বিষয় হইতেছে মাষ্টার্স শ্রেণীর বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণী বিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং অনার্স শ্রেণীর ইংরেজী, অর্থনীতি ও হিসাব বিজ্ঞান দেশের ১৪টি কলেজ হইতে এই পরীক্ষাগুলিতে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার্থীরা প্রতিদিন ফলাফল কবে প্রকাশিত হইবে'—এই জিজ্ঞাসা নিয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে ধর্না দিতেছে।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের নির্বাচিত পরীক্ষকদের মধ্যে খাতা বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন শেষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট খাতা জমা দেওয়ার সময়ও বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক পরীক্ষক নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও খাতা জমা দেন নাই।

এব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, কয়েকজন পরীক্ষকের গাফিলতির কারণেই ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে। তাহাদের বারবার তাগাদা দিয়াও যথাসময়ে খাতা ফেরত পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে কয়েকটি বিষয়ের ফলাফল আমরা প্রকাশ করিয়াছি। অন্যগুলি অচিরেই প্রকাশিত হইবে। তিনি জানান, পরবর্তী ব্যাচের অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষা শুরুর পূর্বে যাহাদের ফল প্রকাশিত হইবে, তাহাদের মধ্যে অকৃতকার্যদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকিবে।